যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... 10 JAN 2012 ......
20

ভিকারুননিসায় ছাত্রী ধর্ষণ

সাবেক অধ্যক্ষ হোসনে আরার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

কোর্ট রিপোর্টার

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় সাবেক অধ্যক্ষ হোসনে আরা ও বসুন্ধরা শাখার তৎকালীন প্রধান লুৎফর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। একই সঙ্গে মামলার প্রধান আসামি পরিমল জয়ধরসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নেয়া হয়েছে। সোমবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মোঃ আরিফুর রহমান অভিযোগপত্রের গ্রহণযোগ্যতার ওপর শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এ মামলার প্রধান আসামি ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক পরিমল জয়ধর প্রথম

পরোয়ানা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পরোয়ানা : হোসনে আরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকেই কারাগারে আছেন। তদন্ত কর্মকর্তা মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি হোসনে আরা ও লুৎফর রহমানকে বাদ দিয়ে শুধু পরিমলকে অন্তর্ভুক্ত করে পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছিলেন।

বিচারক আদেশে বলেন, 'রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি আদালতে দাখিল করা অভিযোগপত্রের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। আদালত মনে করেন যে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও রয়েছে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদন্ত কর্মকর্তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে বাদ দেয়া দু'জন হোসনে আরা ও লুৎফর রহমানকে আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হল। তাদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১)/৩০ ধারায় অভিযোগ আমলে নেয়া হয়েছে।' আদালত ৯ ফেব্রুয়ারি আসামিদের গ্রেফতার সংক্রান্ত প্রতিবেদন রমনা ও বাড্ডা থানাকে দাখিল করতে আদেশ দেন।

বাদীর নারাজি আবেদনে বলা হয়, আসামি হোসনে আরা ও লুৎফর রহমান ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়া, মামলার আলামত বিনষ্ট ও মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ বিনষ্ট করার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। মামলার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ভিকারুননিসা নূন স্কুলের শিক্ষিকা তানিয়া নার্গিস লিখিতভাবে ঘটনার বিষয়ে ওই দুই আসামিকে জানিয়েছেন। এছাড়া, মামলার অপর সাক্ষী মাহমুদা আক্তার মুন্নি ঘটনার বিষয়ে অধ্যক্ষ হোসনে আরা স্কুল পরিদর্শনে এলে তা জানান। তদন্ত কর্মকর্তা ওই সাক্ষীদের বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করেনি। তা সত্ত্বেও আসামিদের বাঁচানোর জন্য মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ওই দু'জনকে বাদ দিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করে তাদের পক্ষে অব্যাহতির প্রার্থনা করেছেন।

ধর্ষণের অভিযোগে ওই ছাত্রীর বাবা ভিকারুননিসার বসুন্ধরা শাখার শিক্ষক পরিমল জয়ধরের বিরুদ্ধে মামলা করার পর গত বছরের ৬ জুলাই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরিমলকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন— এই অভিযোগ ওঠায় ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে অধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় হোসনে আরাকে।